ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্সের তৃতীয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ঃ	যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, এম.পি চেয়ারম্যান(প্রতিমন্ত্রী) ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
স্থান	ঃ	চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষ
তারিখ	ঃ	২৬ জানুয়ারী ২০১১ খ্রিস্টাব্দ
সময়	ঃ	সকাল ১১: ৩০ টা
উপস্থিতি/অনুপস্থিতি	ঃ	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। সভায় বিগত ২৭ জানুয়ারী ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনানো হয়। কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণী সর্বসম্মতভাবে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

২। অতঃপর টাস্কফোর্সের সদস্য-সচিব এবং কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ জনাব মোঃ সিরাজুল হক খান দ্বিতীয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি Power Point-এর মাধ্যমে সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান দ্বিতীয় সভার সিদ্ধান্ত নম্বর-১১(ক) এবং ১১(জ) অনুযায়ী সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর বিগত ২৬.০৪.২০১০ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পুনরায় ১৬.০১.২০১১ তারিখ তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত জনাব মোঃ নুরুল আমীন, সহকারী সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেন যে, পত্র পাওয়া গিয়েছে এবং শীঘ্রই সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

৩। দ্বিতীয় সভার সিদ্ধান্ত নম্বর-১১(খ) অনুযায়ী জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা হতে ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা পাওয়া গিয়েছে। চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তালিকা হস্তান্তর করায় জেলা প্রশাসকত্রয়কে ধন্যবাদ জানান।

৪। সদস্য-সচিব, টাস্কফোর্স ও কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ সভাকে অবহিত করেন, দ্বিতীয় সভার সিদ্ধান্ত নম্বর-১১(গ) ও ১১(ঘ) অনুযায়ী জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা বিগত ২৫.০১.২০১১ তারিখ সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বরাবর পত্র প্রেরণ করেছেন। এ বিষয়ে সভাপতি উল্লেখ করেন, পুনরায় তাগিত পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৫। অতঃপর সদস্য-সচিব, টাস্কফোর্স ও কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ ৩য় সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ ঃ

- বাদ পড়া অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সনাক্তকরণ ও অন্তর্ভূক্তকরণের প্রক্রিয়া নির্ধারণ;
- ২০ দফা প্যাকেজ সুবিধা বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ;
- শরণার্থী পুনর্বাসন খাতে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থের ব্যয় পর্যালোচনা;
- বিবিধ

৬। এ পর্যায়ে সদস্য-সচিব, টাস্কফোর্স ও কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ বিশ দফা প্যাকেজ চুক্তি বাস্তবায়ন অগ্রগতি দফাওয়ারী Power Point এর মাধ্যমে সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান, বর্ণিত ২০ দফা প্যাকেজ সুবিধার অধিকাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে। সভায় উপস্থিত জনাব সন্তোষিত চাকমা, প্রতিনিধি প্রত্যাগত শরণার্থী ও সদস্য, টাস্কফোর্স দফা ৭ এর বিষয়ে উল্লেখ করেন, ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকার উর্ধ্বে কৃষি ঋণ মওকুফ করা হয়নি। এ বিষয়ে তিনি সরকারের সিদ্ধান্ত প্রত্যাশা করেন। এ ছাড়া তিনি দফা ১২ অনুযায়ী ০৯(নয়)জন ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী এখনো তাদের চাকুরি ফিরে পায়নি বলে সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি তাকে উক্ত ব্যক্তিদের তালিকা সরবরাহ করার অনুরোধ করেন। তালিকা পাওয়ার পর তা যাচাই বাচাই করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। জনাব সন্তোষিত চাকমা দফা ১৮ এর বিষয়ে বলেন, শান্তিচুক্তির পূর্বে কৃত সকল ফৌজদারী মামলায় দন্ডপ্রাপ্তদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলেও স্থানীয় পুলিশ বিভাগ কর্তৃক এখনো তা যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে না। সভাপতি এ সংক্রান্ত কোন ব্যত্যয় ঘটলে তা জানানোর অনুরোধ করেন। দফা নম্বর ১৯ সম্পর্কে প্রতিনিধি, জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন টাস্কফোর্সকে অবহিত করেন, এ পর্যন্ত ২৩৮টি অস্থায়ী ক্যাম্প তুলে নেয়া হয়েছে তন্মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা হতে ১০০টি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা হতে ১২৫টি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা হতে ১৩টি ক্যাম্প প্রত্যাহার হয়েছে।

৭। বাদ পড়া অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের সনাক্তকরণ ও অন্তর্ভূক্তকরণের প্রক্রিয়া নির্ধারণ সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে জনাব লক্ষী প্রসাদ চাকমা, প্রতিনিধি, জনসংহতি সমিতি অ-উপজাতীয় পরিবারকে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে অন্তর্ভূক্ত না করার আহ্বান জানান। এ বিষয়ে প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি অ-উপজাতীয়দের অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে চিহ্নিত করে এর প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব তুলে ধরে তাদের অন্তর্ভূক্তি যথাযথ হয়েছে মর্মে অভিমত প্রদান করেন। প্রতিনিধি, জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন বলেন, যিনি বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছেন তিনিই উদ্বাস্তু। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতীয় এবং অ-উপজাতীয় সকলকে অন্তর্ভূক্ত রাখা বাঞ্ছনীয়। সদস্য-সচিব, টাস্কফোর্স ও কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ বলেন, টাস্কফোর্সের কার্যপরিধির বাহিরে আমাদের করণীয় কিছু নেই। এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স জানান শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকার যা করণীয় তা অবশ্যই করবে। কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকলে তা সরকারকে অবহিত করা হবে। তবে টাস্কফোর্সের কর্মপরিধির বাহিরে আমাদের করণীয় কিছু নেই।

৮। **"অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু"** এর সংজ্ঞা কী হবে এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স সভাকে জানান যে, শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সভায় বিষয়টি নিয়ে.আলোচনা হবে। গৃহীত সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে অবহিত করা হবে।

৯। শরনার্থী পুনর্বাসন খাতে এ পর্যন্ত অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত আলোচনায় সদস্য-সচিব, টাস্কফোর্স ও কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ সভাকে অবহিত করেন, ২০ দফা প্যাকেজ সুবিধায় প্রাপ্ত অর্থের ব্যয় বিবরণী বাস্ত বায়ন অগ্রগতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি জানান জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা হতে ২৫.০১.২০১১ তারিখ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী এ পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ৪৩,০৩,৫৩,২৭৪.৫৯ টাকা। অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৩,৩০,০৫,৪৫৯.৫১ টাকা। অব্যয়িত অর্থ বিধি মোতাবেক ফেরত প্রদান করা হয়েছে।

১০। সদস্য সচিব, টাস্কফোর্স ও বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম টাস্কফোর্সের কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকত্রয়কে এর সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পত্র লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১১। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সভায় জানান, দীঘিনালা উপজেলার কাঁঠালতলী আবাসিক বিদ্যালয়ের অস্থায়ী শরণার্থী ক্যাম্পের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল বাবদ ১৯,২৩,৩৮০/-(উনিশ লক্ষ তেইশ হাজার তিনশত আশি) টাকা পরিশোধের জন্য আবাসিক প্রকৌশলী, দীঘিনালা বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগ কর্তৃক বার বার তাগিদ দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে বিশেষ বরাদ্দ প্রদানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু অদ্যাবধি কোন বরাদ্দ না পাওয়ায় উক্ত বিল পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এতে করে বিদ্যালয়ের শিশুদের ছাত্রাবাসে অবস্থান, খাওয়া, লেখাপড়া ও পানির সমস্যা হচ্ছে। এ বিষয়ে সভার সম্মতিক্রমে সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পুনরায় পত্র লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১২। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
(ক)	সুষ্ঠুভাবে টাস্কফোর্সের কাজ পরিচালনার নিমিত্তে টাস্কফোর্সের কার্যালয়ের জন্য স্থায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদায়ন করতে সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পুনরায় অনুরোধ করা হলো।	সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
(খ)	২০ দফা প্যাকেজের ধারা-৮(অন্যান্য সরকারি ব্যাংকের ঋণ মওকুফ লাভের জন্য আবেদনকারী-৭১২জন) বাস্তবায়নের নিমিত্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পুনরায় পত্র প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
(গ)	২০ দফা প্যাকেজের ধারা-৯(পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড থেকে গৃহীত ঋণ মওকুফ লাভের জন্য আবেদনকারী -২জন) অনুযায়ী চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডে যে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছিল তার ধারাবাহিকতায় পুনরায় পত্র দিতে হবে।	জেলা প্রশাসক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
(ঘ)	অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু এর সংজ্ঞা কী হবে সে বিষয়ে নির্দেশনার জন্য বিষয়টি আগামী শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হবে। নির্দেশনা পাওয়ার পর টাস্কফোর্সের পরবর্তী সভায় এ নিয়ে আলোচনা করা হবে।	চেয়ারম্যান টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি।
(ঙ)	টাস্কফোর্সের ননঅফিসিয়াল সদস্যদের সম্মানী এবং যাতায়াত ভাতা প্রদানের জন্য সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রমা বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পুনরায় অনুরোধ করা হলো।	সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(চ)	সুষ্ঠুভাবে টাস্কফোর্সের কাজ সম্পন্ন করার নিমিত্ত পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসকত্রয়কে এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।	সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(ছ)	২০ দফা প্যাকেজের ধারা ১২ অনুযায়ী ০৯(নয়) জন ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী চাকুরীতে পুনর্বহাল না হওয়ায়(তালিকা পাওয়ার পর) বিধি মোতাবেক তা যাচাই বাচাই পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।	চেয়ারম্যান টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি।

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
(জ)	২০ দফা প্যাকেজের ধারা ১৮ অনুযায়ী(শান্তি চুক্তির পূর্বের সকল ফৌজদারী মামলায় দন্ড প্রাপ্তদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার পরও) স্থানীয় পুলিশ বিভাগ কর্তৃক তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রাপ্তির ভিত্তিতে পার্বত্য জেলার পুলিশ সুপারত্রয়কে অনুরোধ করা হবে।	চেয়ারম্যান টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি।
(ঝ)	দীঘিনালা উপজেলার কাঁঠালতলী আবাসিক বিদ্যালয়ের অস্থায়ী শরণার্থী ক্যাম্পের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল বাবদ ১৯,২৩,৩৮০/- (ঊনিশ লক্ষ তেইশ হাজার তিনশত আশি) টাকা পরিশোধের জন্য সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।	সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

পরিশেষে, সভাপতি ও চেয়ারম্যান, ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স উপস্থিত সকলকে “শান্তি চুক্তি” বাস্তবায়নে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, ইতোমধ্যে টাস্কফোর্সের কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। নব উদ্যোমে টাস্কফোর্স তার কার্যক্রম শুরু করেছে। এজন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সকল সদস্যকে এবং আমন্ত্রিতদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি টাস্কফোর্স সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, এমপি)
চেয়ারম্যান(প্রতিমন্ত্রী)
ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন
এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স।

ফোন ঃ ০৩৭১-৬১৭৫৯(অ), ০৩৭১-৬২৪২৪(বা)
E-mail: taskforce_cht97@yahoo.com
jtripura.cht@gmail.com

স্মারক নম্বর ঃ ০০.৪২.০২৯.৩১.০১২.০০২.২০১০-২৪২ তারিখ ঃ ২৪ জুলাই ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

৩। সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম।

৫-৭। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা

৮-১০। চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ।

১১। জনাব ....

সদস্য/প্রতিনিধি, ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স।

১২। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৩। ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, টাস্কফোর্স কার্যালয়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

১৪। অফিস কপি।

২৪/৭/১১

(মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম)
বিভাগীয় কমিশনার(ভারপ্রাপ্ত)
চট্টগ্রাম
ও
সদস্য-সচিব
ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন
এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত
টাস্কফোর্স
ফোনঃ ০৩১-৬১১৬৪১ ফ্যাক্সঃ ০৩১-৬১৭৪০০
Email: divcomchittagong@mopa.gov.bd

ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স এর তৃতীয় সভার

উপস্থিতি বিবরণী ঃ

স্থান ঃ চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষ

তারিখঃ ২৬.০১.২০১১ খ্রিস্টাব্দ

ক্রমিক	সদস্যের নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
০১	সন্তোষিত চাকমা	প্রতিনিধি- পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় শরণার্থী কল্যাণ সমিতি	01554605101	[signature] ২৬/০১/২০১১
০২	এস.এম. সফি	সদস্য, টাস্কফোর্স	০১৫৫৪৩৭৭৬৩১০	[signature] ২৬-১-১১
০৩	শ্রী বিরোজন চাকমা	সদস্য খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ	০১৫৫৬২০৮৬২০	[signature] ২৬/১/১১
০৪	লক্ষ্মী প্রসাদ চাকমা	প্রতিনিধি পা: চট্ট: জনসংহতি সমিতি	০১৫৫৬৩৬৩৬৪২	[signature] ২৬/০১/২০১১
০৫	[illegible] সুশময় চাকমা	চেয়ারম্যান রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ	01820307070	[signature] ২৬/০১/১১
০৬	মো. সিরাজুল হক চৌধুরী	জেলা প্রশাসক খাগড়াছড়ি	01713120715	[signature] ২৬.১.২০১১
০৭	আমিন-উল-হক ভূঁইয়া	জেলা প্রশাসক রাঙ্গামাটি	01550604500	[signature] ২৬.০১.১১
০৮	মিজানুর রহমান	জেলা প্রশাসক বান্দরবান	01556766666	[signature] ২৬/০১/১১
০৯	সৌরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী	জেলা প্রশাসক কার্যালয়	01550-601601	[signature] ২৬/১/১১
১০	মো: নুরুল আলম নিজামী	[illegible]	01731723739	[signature] ২৬/১/১১
১১	মো: [illegible] (মেজর) ইনচার্জ, জিএসও-২ (আইবি), সদর দপ্তর ২৪ পদাতিক ডিভিশন		01914402074	[signature]
১২	ভুবন মোহন ত্রিপুরা চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব	(	01811309203	[signature] ২৬/০১/২০১১

ক্রমিক	সদস্যের নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১৩	[illegible]	[illegible]		[signature]
১৪				
১৫				
১৬				
১৭				
১৮				
১৯				
২০				
২১				
২২				
২৩				
২৪				
২৫				
২৬				